Assalamu alaikum. we took some of the following articles by using digital camera which was printed in Saudi Arabia for Bengali muslimah. Please make dua to Allah for us as well as pardon us for indecipherable.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে।

sura bakara:

আয়াত দশটি হচ্ছে ঃ সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলতঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত। সীহহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত ইবনে – আব্বাস (রাঃ)–এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্রাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্বারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ

- হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাঃ) এরশা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষম শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করাও শিরক। প্রয়োজন মিটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যেসব কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন,— ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রসুল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা থেকে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শ… থাক অত্যাবশ্যকীয় বলে রসুল (সাঃ) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহর কাজ ক
ink
তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ ক
লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্ত
দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওব
আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে
দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে
পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য : ঘটনা এই — যখন হযরত মূসা (আঃ) তূর-পর্বত থে
তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে,
আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত লোক বললো,
আল্লাহ্ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত, তবে অবশ্যই আম
বিশ্বাস এসে যাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এতদু
তাদেরকে তূর-পর্বতে যেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সত্তর
mountain
লোককে মনোনীত করে হযরত মূসা (আঃ)-এর সংগে তূর-প
পাঠাল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স… ল।

তারা নতুন ভান করে বললো, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না— আল্লাহ্ই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেবো। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে আল্লাহ্কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংস-প্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ — মূস (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনিতে আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস ক দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা কর তাই আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থ বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহ্র চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রুহুল-মা'আনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি—

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ইমান নেই। "আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।"– (শোআবুল ঈমান)

এ আয়াতটি ... রয়েছে। আরাফার দিন ... পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পবে ... বারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফা ... জবলে-রহমত, (রহমতের পাহাড়) এর সন্নিকট। এ স্থানটিই আরা ... দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আ ... য—যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শু ... দিন। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মু ... নিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে ... কবুলের সময়।

হজ্বের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমা ... আল ... য় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। ... তাঁর উষ্ট্রী আযবার ...

2007/03/15

তফসীর মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ... বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ... (আঃ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের ... কর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি ... হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌছাতে পার। আল্লাহ্ তাআলা আরও ... বলেন ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার ... পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতই কাজ ... বে।

Aadam(s)

মহানবী (সাঃ) বললেন, "হাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কলেমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়"।

তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" — (মাযহারী)

"অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়। – (মাযহারী)

এক হাদীসে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। (মেশকাত শরীফ, ২৭৮ পৃঃ)

'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' পাঠের উপকারিত
ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমা
স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন
আল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদ
'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' পাঠ করা পরীক্ষিত।

"অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।" আর এটি হারাম।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না: বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।"—(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

– "তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।"—(আবু-দাউদ)

...ভাবে কৃত গোনাহ্ মাফ হয় কি না : এখানে উল্লেখযোগ্য ...কোরআন পাকে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ ...যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল ...এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল হবে না। ...সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, ...নে এর جهالة অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্‌র কাজটি যে গোনাহ্ তা ...নে না কিংবা গোনাহ্‌র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্‌র অশুভ ...ণাম ও পারলৌকিক আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার ...নাহ্‌র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্‌টি যে গোনাহ্, তা সে জানে ...বং তার ইচ্ছাও করে।

গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

– "কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদ্‌কার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সংগে সদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়।– (মেশ্‌কাত - পৃ ১৭১)